২০/৬/২০০২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৩...

ছাত্রদলের ৬৯ জন নেতা-কর্মীকে ঢা.বির ৩ হলে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহূত লাগাতার ধর্মঘট শিথিল করার শর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার গত ১৬ই জুন বের করে দেয়া ছাত্রদলের ৬৯ জন নেতাকর্মীকে বঙ্গবন্ধু, জিয়া ও জসীমউদ্‌দীন হলে উঠিয়ে দিয়েছেন। সূর্যসেন হলে এ নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। ছাত্রদল উপাচার্যের গাড়িতে কাদা ছুড়েছে এবং হল প্রভোস্টের পদত্যাগ দাবি করেছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা) সূর্যসেন হলের ২৫ জনকে বের করে দেয়া ছাত্রদল নেতাকর্মীর মধ্যে কর্তৃপক্ষের [illegible] ঢা. বি ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

ঢা.বি ঃ হলে উঠানো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী ১১ জন নেতাকর্মীকে হলে ওঠানো হচ্ছে।

১৬ই জুন নারায়ণগঞ্জের বোমা হামলার পর যেসব ছাত্রদলের নেতাকর্মীকে হল থেকে বের করে দেয়া হয় তাদের হলে ওঠা[illegible] শর্তে ছাত্রদল গত মঙ্গলবার লাগাতার ধর্মঘট শিথিল করতে সম্মত হয়। তারা এ দাবি পূরণ হলে পরীক্ষা, লাইব্রেরি, অফিসগুলো ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখতে সম্মত হয়।

এ প্রক্রিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বের করে দেয়া ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হলে ওঠানো শুরু করেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে গতকাল জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জসীম-উদ্‌দীন, সূর্যসেন হলে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় জিয়া হলে ২০ জন, বঙ্গবন্ধু হলে ১৩ জন এবং জসীমউদ্‌দীন হলে ২৬ জন ছাত্রদল নেতাকর্মী ওঠে যায়; কিন্তু সূর্যসেন হলে এ নিয়ে হইহল্লা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে ছাত্রদল কার্ড ছাড়া হলে ঢুকে গেলে ছাত্রলীগ তাতে বাধা দেয়। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু এবং উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। পরে পুলিশ উভয়পক্ষকে শান্ত করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী ঘটনাস্থলে আসেন এবং প্রভোস্টকে নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। এ সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য প্রভোস্টকে নির্দেশ দেন এবং তা ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতারা মেনে নেয়; কিন্তু তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়ে হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রদলের দাঁড়িয়ে থাকা নেতাকর্মীরা তাকে গালিগালাজ করে এবং তার গাড়িতে কাদা ছোড়ে। এ সময় পুলিশ তাকে নিরাপদে নিয়ে যায়। পরে ছাত্রদলের নেতারা হল প্রভোস্ট ড. আ. ফ. ম ইউসুফ হায়দারের কাছে গিয়ে দাবি জানায়, তাদের ১১ জন নয়, ২৫ জন নেতাকর্মীকে হলে ওঠাতে হবে। এ সময় প্রভোস্ট জানান, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ জন বৈধ ছাত্রকেই হলে ওঠানো হবে। তখন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বলে, আপনি যদি বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠাতে না পারেন তবে পদত্যাগ করে ফেলেন।

উল্লেখ্য, ইউসুফ হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামাত সমর্থিত সাদা দলের এক প্রভাবশালী শিক্ষক। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ছাত্রদল ১১ জন নেতাকর্মীকে হলে ওঠাতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রদল ধর্মঘটের সমর্থনে গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করেছে। দুপুর ১২টায় মিছিলটি মধুর ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণশেষে ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশ করেছে। মনির হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাহাবউদ্দিন লাল্টু, মঞ্জুর এলাহী, জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, ফরিদা খানম, আসাদুজ্জামান আসাদ, গোলাম হাফিজ নাহিন প্রমুখ।

ছাত্রলীগ আগস্ট মাস উপলক্ষে শোক র‍্যালি করেছে। দুপুর সাড়ে ১২টায় র‍্যালিটি মধুর ক্যান্টিন থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাহাদুর বেপারি ও অজয় কর খোকন।